গাংনী গণহত্যা দিবস উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০২২ উপলক্ষে গাংনী উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তর এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের আহবায়ক উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডামের সঞ্চালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে হারমোনীয়ামে সহযোগীতা করেন ওস্তাদ সেলিম রেজা, তবলায় বুলবুল আহমেদ, জিপসীতে সাংবাদিক সাহাজুল ইসলাম সাজু ও দোতারায় জেএস বাপ্পী ছিলেন।

সংগীত পরিবেশন করেন মাহবুবা আক্তার বিউটি, মকসুরাতুম লাজ, আদ্রিতা ইমরোজ মেঘ, আজিজুল হক রানু, গোলাম মোস্তফা, নিরব হোসেন ও শিশু শিল্পী আরোহী।

মেহেরপুরে গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে ২৫ শে মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

শুক্রবার রাতে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর মিলায়াতে এ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত, আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, পি পি পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক।

এছাড়াও উপপরিচালক স্থানীয় সরকার মৃধা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করে দর্শকদের মন জয় করে।

মেহেরপুরে বসত বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ প্রতিবেশির বিরুদ্ধে

মেহেরপুর সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামে মসজিদ পাড়ায় হেকমত আলী নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশি ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে।

গত বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ব্যক্তিগত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ফারুক হোসেন এই অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন হেকমত আলী ও তার পরিবারের লোকজন।

ঘরে আগুন দেওয়ার পর থেকে হেকমত আলীর পরিবারের লোকজন দুশ্চিন্তায় দিন পার করছে। চক্রান্ত করে আবার কোন বিপদে ফেলে।

জমি জায়গা, টাকা পয়সা বা অন্যকোন বিষয়ে বিরোধ না থাকলেও শুধুমাত্র বাড়ি পাশাপাশি হওয়ায় ফারুক হোসেন কারণে অকারণে তুচ্ছ

ঘটনায় বিবাদ সৃষ্টি করে। অনেকটা গায়ে পড়ে বিবাদ সৃষ্টি করা অভ্যাস ফারুক হোসেনের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার কয়েকজন বলেন, ফারুক একজন খারাপ প্রকৃতির মানুষ। প্রতিটি মানুষের সাথে তার বিরোধ লাগে। সে মানুষকে মানুষ মনে করে না। অনেকটা গায়ে পড়ে ঝামেলা করা তার অভ্যাস।

সে একসময় রাত বাহিনীর সাথে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলো। সেসময় সন্ত্রাসীরা তার বাড়িতে উঠা বসা করতো। তার নামে একাধিক মামলা হয়েছে, সে জেলও খেটেছে।

পূর্বের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রভাব খাটিয়ে সে চলাচল করে। যার কারণে এলাকার কোন মানুষ তার বিরুদ্ধে কথা বলে না। বর্তমানে ফারুক হোসেন মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। ইতোপূর্বে মাদকসহ আটকও হয়েছে কয়েকবার।

এলাকার উঠতি বয়সের যুবকদের মাদকের সাথে সম্পৃক্ত করে চলছে তার মাদক ব্যবসা। সে নিজের বাড়ির ছাদে বসেই এলাকার উঠতি বয়সের ছেলেদের নিয়ে গাঁজা খাই আবার বিক্রিও করে।

এবিষয়ে হেকমত আলী বলেন, তার সাথে আমার জমিজায়গা বা টাকা পয়সা বা অন্য কোন ধরনের বিবাদ নেই। তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে প্রতিনিয়ত গালমন্দ খেতে হয়। হামলা মামলার হুমকি শুনতে হয়। তার এমন আচরণের কারণে আমরা অতিষ্ট।

মাসখানেক আগে আমার স্ত্রী বাড়ির সীমানায় কঞ্চির বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে ফারুকের সাথে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি বারাদী পুলিশ ক্যাম্পকে জানালে তারা এসে মিমাংসা করে দেয়। তার কিছুদিন পর ফারুক আমার ও আমার ছেলে নিশানের নামে মামলা করে।

মামলায় আমার ছেলেকে প্রধান আসামি করা হয়। পরে পুলিশ আমাকে আটক করে। প্রথমে আমি ও পরে আমার ছেলে কোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত হই। আমার ছেলেকে জামিন করে নিয়ে আসার দিবাগত রাতে আমার ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। আমরা রাতে শুয়ে ছিলাম।

রাত ঠিক পৌনে একটার সময় মানুষের পায়ের আওয়াজ শুনি। ঘর থেকে বের হতেই দেখি পাশের ঘরে আগুন জ্বলছে। এসময় একজনকে পালিয়ে যেতেও দেখি। পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এসে

আগুন নেভায়।

একদিকে আগুন অন্যদিকে মানুষ পালিয়ে যাওয়াতে বোঝা যায় আমার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। যখন বুঝতে পেরেছে মামলা দিয়ে কিছু করা যায়নি তখন ষড়যন্ত্র করে ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ফারুক প্রতিনিয়ত আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। আমি পরিবার নিয়ে চিন্তায় আছি। আবার কখন যেন কি ক্ষতি করে বসে।

এবিষয়ে ফারুক হোসেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।

গাংনী পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের ইন্তেকাল

গাংনী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কমিশনার মকছেদ আলী (৫০) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।(ইন্না-লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)

তিনি গাংনী র্যাব ক্যাম্প পাড়া এলাকার মৃত খলিলুর রহমানের একমাত্র ছেলে। মকছেদ আলী এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক।

আজ শুক্রবার (২৫ মার্চ) ভোর রাত সাড়ে ৪টার সময় ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন তিনি।

মরহুমের স্ত্রী বিলকিস পারভীন জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার মালশাদহ গ্রামের জাকির হোসেনসহ কয়েকজন বন্ধু মিলে ফরিদপুর ও রাজবাড়িসহ কয়েকটি স্থানে ঘুরতে গেছিলো। সেখান থেকে ফেরার সময় ফরিদপুরের মধ্যে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। পরে সেখান থেকে ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার সময় মারা যান তিনি।

জানা গেছে, মকছেদ আলী দীর্ঘদিন যাবৎ সিঙ্গাপুর প্রবাস জীবন কাটিয়ে গত বছর গাংনী পৌর সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

আজ শুক্রবার বেলা ২.৩০ মিনিটের সময় তার নামাজে জানাযা শেষে গাংনী কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হবে বলে তার পারিবারিকভাবে জানানো

হয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

“স্বল্পোন্নত হতে উন্নয়নশীলদেশে উত্তোরণ, বঙ্গবন্ধু হতে শেখ হাসিনা” প্রতিপাদ্য নিয়ে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭ টার সময় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম।

এসময় গাংনী উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীনসহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, খুলনা বেতারের শিল্পী মাহবুবা আক্তার বিউটি, তরুণ প্রজন্মের ফোক শিল্পী রোজিবুল ইসলাম, সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, সেলিম রেজা, গোলাম মোস্তফা, নিরব হোসেন।

সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডামের সঞ্চালনায় সাংস্কৃতিকঅনুষ্ঠানে হারমোনিয়ামে সহযোগীতা করেন গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একোডেমীর প্রশিক্ষক ওস্তাদ সেলিম রেজা, তবলায় বুলবুল হোসেন, দোতারায় জেএস বাপ্পী ও জিপসীতে সাংবাদিক সাহাজুল ইসলাম সাজু।

গাংনীতে কিশোর গ্যাঙের ছুরিকাঘাঁত! তিন জন মারাত্বক জখম

গাছের নারকেল চুরির ঘটনা নিয়ে কিশোর গ্যাঙের ছুরিকাঘাতে তিন কিশোর মারাত্বক জখম হয়েছে।

এরা হলেন, গাংনী উপজেলার গোপালগর গ্রামের চাতরপাড়া এলাকার আলতাব হোসেনের ছেলে রনি (১৪), লালন হোসেনের ছেলে রাব্বী হোসেন (১৫) ও মহাসিন আলীর ছেলে হামীম (১৪)।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৮ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা সকলেই স্থানীয় লুৎফুন্নেচ্ছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেনীর ছাত্র।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ও পরে সেখান থেকে তাদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার এমকে রেজা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান আহত রনির পেটে, রাব্বী হোসেনের ডান হাতে ও হামীমের ডান পায়ের উপরের অংশে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মারাত্বক জখম হয়েছে। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে তাদের অবস্থা এখন আশংকাজনক। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীরা জানান, সাম্প্রতিক সময়ে চুরি করা ডাব নিয়ে গোপালনগর গ্রামের আরজান আলীর ছেলে হাবীব ও জনি হোসেনের ছেলে নাঈম হোসেনের সাথে আহত রাব্বী ও রনি’র তাদের স্কুলে বাকবিতন্ডা হয়।

এঘটনার জের ধরে রাত ৮ টার দিকে হাবীব ও নাঈম ধারালো ড্যাগার নিয়ে এসে তাদের উপর উপর্যপুরি কোপাতে থাকে। এক পর্যায়ে হামীম

তাদের ঠেকাতে আসলে তাকেও ড্যাগার দিয়ে আঘাত করে। তাদের চিৎকারে এলাকাবাসি ছুটে আসলে আহতদের ফেলে রেখে পালিয়ে যায় হাবীব ও নাঈম।

স্থানীয়রা তাদের মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান আহতরা এবং হামলাকারীরা উভয়েই কিশোর গ্যাঙের সদস্য।

তারা একদিনে গজিয়ে ওঠেনি। তারা প্রায়ই ছোট খাটো ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। তবে এদের এখনি প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিৎ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, ডাব খাওয়ার মত একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র এধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে কিশোররা।

খবর পেয়ে সাথে সাথে পুলিশের ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। ঘটনার সাথে জড়িত ওই কিশোররা পালিয়ে গেছে। তাদের গ্রেফতার করতে অভিযান চালানো হচ্ছে।

মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাসকে স্বাধীনতা পদক -২০২২ প্রদান

মেহেরপুরের জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাসকে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ‘স্বাধীনতা পদক-২০২২’ প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালের দিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ স্বাধীনতা পুরষ্কার (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা “স্বাধীনতা পদক-২০২২ তুলে দেন। মরহুম ছহিউদ্দীন বিশ্বাসের পুত্র জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এম.পি তার পিতার পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবদান- তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে গণ আন্দোলনে বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলে সম্মুখসারির নেতা হিসেবে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

তিনি ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৩ আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে জাতীয় পরিষদ সদস্য (এমএনএ) নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণের পর মেহেরপুর মহকুমায় তার নেতৃত্বে মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজনে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

তাছাড়া, তিনি মুক্তিযুদ্ধে ৮ নম্বর সেক্টরের ‘৩-সি’ কোম্পানির রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলে অসহযাগ আন্দোলন, ভারতের বেতাইয়ে যুব অভ্যর্থনা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯০ সালের ২১ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্বল্পোন্নত হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্বরে এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, উপপরিচালক স্থানীয় সরকার মৃধা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নাজমুল হুদা, মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, সহকারী

কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুল হাসান সহ সাধারণ জনগণ স্থানীয় শিল্পীদের গান উপভোগ করে।

গাংনীতে স্বল্পোন্নত হতে উ্ন্নয়নশীল দেশে উত্তোরণ, বঙ্গবন্ধু হতে শেখ হাসিনা” শীর্ষক আলোচনা সভা

“স্বল্পোন্নত হতে উ্ন্নয়নশীল দেশে উত্তোরণ, বঙ্গবন্ধু হতে শেখ হাসিনা” শীর্ষক আলোচনা সভা গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমী।

গাংনী উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মাসুম সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর- আসনের সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুল ইসলাম শাহ, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম প্রমুখ।

আলোচনা সভায় সরকারী অফিসের কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠণের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় দেশের বিভন্ন উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন বক্তারা।

আলোচনা শেষে মেলায় স্টলে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাদের মাঝে ক্রেষ্ট বিতরণ করা হয়। পরে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী গাংনী শহরের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মেহেরপুর সরকারি কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজের খেলার মাঠে এ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
বার্ষিক ক্রীড়া কমিটির আহবায়ক গাজী মোঃ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. শফিউল ইসলাম সরদার।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মহা. আব্দুর রাজ্জাক, শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক মোহা. কাবিল উদ্দিন।
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক আবদুল বশিরের সঞ্চালনায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ মোঃ ফুয়াদ খাঁন, ইংরেজি প্রভাষক মোঃ মাহফুজ আলী, বাংলা প্রভাষক মনিরুজ্জামান, শরীরচর্চা শিক্ষক মোঃ আলমগীর হোসেন ও অনন্য প্রভাষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে মোট ১১ টি ক্রিয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ১০০ মিটার দৌড়,২০০ মিটার দৌড়, ১৫০০ মিটার দৌড়, লৌহ গোলক নিক্ষেপ, বর্ষা নিক্ষেপ, দীর্ঘ লম্ফ, পিলো পাসিং, ও যেমন খুশি তেমন সাজো।

এর আগে জাতীয় পতাকা, কলেজ পতাকা ও ক্রিয়া পতাকা উত্তোলন করে করা হয়। এবং কবুতর অবমুক্তকরণ ও প্রজ্বলিত মশাল নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।